৩. স্বাস্থ্য পরিসেবা সংক্রান্ত তথ্য

স্বাস্থ্যসেবা নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার। দেশের জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য উপজেলা স্তর পর্যন্ত রয়েছে সরকারী স্বাস্থ্য কমপেক্স। তা সত্ত্বেও দেশের জনগণ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা থেকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়। এর একমাত্র কারণ, এ খাতের সীমাহীন দুর্নীতি ও অনিয়ম। সরকারী হাসপাতাল থেকে জনগণ বিনামূল্যে ওষুধ থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্বাস্থ্য-পরীক্ষার মত অনেক সেবাই ঠিকমত পায় না। এ্যাম্ব্যুলেন্স থেকে শুরু করে বিভিন্ন দামী দামী যন্ত্রপাতি হাসপাতালে অকেজো হয়ে পড়ে থাকে। এসব অনিয়ম দেখে জনগণের মনে নানা ধরনের প্রশ্ন জাগে। এর মধ্যে উলেখযোগ্য হচ্ছে:

- স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মী আমাদের গ্রামে কখন আসে?
- সরকারী হাসপাতালে এমবিবিএস ডাক্তার সপ্তাহে কয়দিন কয়ঘন্টার জন্য বসার কথা?
- ডাক্তারদের কি বেসরকারী ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে রোগীদের দেয়া পরীক্ষার ফি'র উপর কমিশন নেয়ার নিয়ম আছে?
- সরকারী হাসপাতালে কোন্ কোন্ ঔষুধ বিনামূল্যে পাওয়া যায়?
- সরকারী হাসপাতালে এ্যাম্ব্যুলেন্স ব্যবহার করার নিয়ম কি?
- সরকারী হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্সরা কখন অফিসে আসে?

এ ধরনের প্রশ্ন সংক্রান্ত তথ্য জানার জন্য আইনের ধারা ও বিধি অনুযায়ী সরকারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স বা সরকারী হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে হবে। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় স্বাস্থ্যসেবা খাতের বিভিন্ন বিষয়ে সম্ভাব্য কিছু প্রশ্নের নমুনা আবেদনপত্রের উপযোগী ক'রে নীচে দেওয়া হলো:

১. সরকার-নিযুক্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মী আমাদের ইউনিয়নের কোন্ গ্রামে সপ্তাহে কয়দিন কোন্ সময় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং কী কী সেবা প্রদান করেন, এ সংক্রান্ত তথ্য লিখিত ভাবে জানতে চাই।

২. আমাদের ইউনিয়নে বিতরণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা অধিদপ্তর থেকে কি কি ঔষধ বিনামূল্যে ও কি কি ঔষধ মূল্যের বিনিময়ে বিতরণের জন্য বরাদ্দ হয়েছে তার তালিকা পেতে চাই।

৩. আমাদের ইউনিয়নে গত এক বছরে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ঔষুধ বরাদ্দ ও বিতরণের তালিকা জানতে চাই ।

৪. আমাদের এলাকার সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ে এমবিবিএস ডাক্তার সপ্তাহে কয়দিন কয়ঘন্টার জন্য আসার কথা জানতে চাই। গত ডিসেম্বর'২০১১ মাসে উক্ত ডাক্তারের উপস্থিতি সংক্রান্ত তথ্য পেতে

চাই। এই দাতব্য চিকিৎসালয়ে গত এক বছর বিনামূল্যে বিতরণের জন্য কি কি ঔষধ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং কি কি ঔষুধ বিতরণ করা হয়েছে তার তালিকা দেখতে চাই ।

৫. সরকারী ডাক্তারদের কি বেসরকারী ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে রোগীদের দেয়া পরীক্ষার ফি'র উপর কমিশন নেবার নিয়ম আছে? যদি না থাকে তাহলে সরকার এ ধরনের কমিশন-নেয়া ডাক্তারদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিয়েছে তা জানতে চাই।

৬. ১ জানুয়ারী ২০১১ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত স্যানিটারী ইন্সপেক্টররা আমাদের উপজেলায় কতজন ভেজাল খাদ্য সামগ্রী বিক্রেতাকে সনাক্ত করেছেন তাদের নামের তালিকা পেতে চাই এবং কতজনের কাছ থেকে কি পরিমাণ জরিমানা আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা দিয়েছেন তা জানতে চাই?

৭. আমাদের উপজেলার সরকারী হাসপাতালে ডাক্তারদের অফিস সময়সূচী জানতে চাই। গত ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ডাক্তারদের উপস্থিতির হাজিরা খাতা দেখতে চাই।

৮. আমাদের উপজেলার সরকারী হাসপাতালে কোন্ কোন্ ঔষধ বিনামূল্যে পাওয়া যায় তার তালিকা পেতে চাই।

৯. আমাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স-এ জুন/২০১১ মাসে রোগীদের দেয়ার জন্য কোন কোন ঔষধ বিতরণ হয়েছে তার রোগী ভিত্তিক তালিকা চাই।

১০. সরকারী হাসপাতালে এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করার নিয়মাবলীর কপি পেতে চাই। এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করার জন্য তেল খরচ রোগীদের নিকট থেকে নেয়ার কোন নিয়ম আছে কি না?

১১. গত ২০১০-২০১১ অর্থবছরে আমাদের উপজেলায় এ্যাম্বুলেন্স খরচ বাবদ কোন্ খাতে কত টাকা খরচ হয়েছে তা জানতে চাই।

১২. এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারের জন্যে রোগীদের তেল খরচ দিতে বাধ্য করার পরও প্রাপ্তিস্বীকার পত্র (money receipt) দেয়া হয় না কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সেই সিদ্ধান্তের কপি পেতে চাই।

স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সে বা সরকারী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নাম ও ঠিকানাসহ জমা দিতে হয়। যদি অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে তা জানা না থাকে সেক্ষেত্রে কৃষি পরিসেবা অংশে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। (আবেদন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে লেখার জন্যে এই লেখার শেষে সংযুক্তি -১ দ্রষ্টব্য। সেখানে আবেদনপত্র, আপীল ও অভিযোগ পত্রের নমুনা দেয়া হল।)